যুগান্তর

বগুড়ার সরকারি মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা

৩ শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

প্রকাশ : ১৭ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ায় সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমানের প্রশ্রয়ে তারা এসব করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রতিকার পেতে শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেয়ায় তাদের জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কারের ভয় দেখানো হয়েছে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ কয়েক শিক্ষার্থী বদলি সার্টিফিকেট বা টিসির আবেদন করেছেন। প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ করেছেন। অভিযোগে জানা গেছে, আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জিএম শামসুল আলম, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল জলিল ও প্রভাষক হোসনে ফেরদৌস ২০১৭-১৮ সেশনের আলিম শিক্ষার্থীদের কাছে মাসিক পরীক্ষার নামে জনপ্রতি ২০০ টাকা করে নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। এ পরীক্ষায় অংশ না নেয়ায় ২০০ থেকে ৮০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করেন। ক্লাসে অনুপস্থিতির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা নেয়া হয়। শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় তাদের বিষয়ের পরীক্ষায় ফেল করানো হয়। অতিরিক্ত ক্লাসের নামে জনপ্রতি এক হাজার টাকা আদায় করা হয়। নির্বাচনী মৌখিক পরীক্ষার ফি বাবদ ৪০ টাকা করে নেয়ার পর অতিরিক্ত ১০০ থেকে ১৫০ টাকা আদায় করা হয়। তাদের (শিক্ষক) বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও নির্বাচনী পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা দেয়ার প্রলোভনে নিজেদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি করানোর অভিযোগ রয়েছে। সাবেক অধ্যক্ষের বিদায় অনুষ্ঠানের বার্ষিক ভোজনেও বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে ওই অভিযোগপত্রে।

শিক্ষার্থী মনিরুল ইসলাম, আবদুল মোমিন, শাওন, রনি, রাকিব প্রমুখ জানান, অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। আদায় করা টাকার রশিদ চাইলে শিক্ষকরা বলেন, তোমাদের মতো শিক্ষার্থীদের জন্য মাদ্রাসায় আসতে ইচ্ছা করে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ২০১৯ সালের আলিম পরীক্ষার্থীরা কীভাবে ভালো রেজাল্ট করে সেটা দেখার হুমকি দেয়া হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ১৪ আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষার্থী টিসি নিতে আবেদন করেছেন। তবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তাদের টিসি দেননি।

সহকারী অধ্যাপক জিএম শামছুল আলম তাদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো টাকা উত্তোলন করা হয়নি। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কাজ করেননি। মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তদন্ত করে দেখা গেছে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। শিক্ষার্থীদের টিসির আবেদনের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে না পারলেও বলেছেন, তাদের বোঝানো হয়েছে এবং টিসি দেয়া হয়নি। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেয়ার ব্যাপারে তার কিছু জানা নেই। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন, অবিলম্বে মাদ্রাসার এসব অনিয়ম দূর ও অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।